তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১২২

**৭৫ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নিয়ে প্রপাগান্ডা চালানো হয়েছিল**

**--শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ৭৫ পরবর্তী সময়ে পরের প্রজন্ম যাতে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে না পারে সেজন্য বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে কয়েক দশক ধরে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালানো হয়েছিল। শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় কারাগারে কাটিয়েছিলেন। সেই মহান নেতাকে সপরিবারে হত্যা করে নির্বংশ করার ষড়যন্ত্র যারা করেছিল পরে রাষ্ট্রীয়ভাবে জনগণের টাকায় তাদেরকে বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ মিশনে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

মন্ত্রী আজ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সত্যপ্রসাদ মজুমদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ আলোচনা সভায় যুক্ত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর যে সমস্ত সহচর ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো রকমের প্রলোভনের ফাঁদে পা দেননি তাদের ওপর চালানো হয়েছিল নিষ্ঠুর নির্যাতন। সেনাবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধা শূন্য করার জন্য সামরিক ট্রাইব্যুনালের নামে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য জয় বাংলা ও বঙ্গবন্ধুকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধু কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আইনে স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, জনগণের অর্থে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে একটি এলিট ইনস্টিটিউশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হতে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান।

#

খায়ের/ফারহানা/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১২১

কেউ অন্ধকারে থাকবে না, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হবে

-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, কেউ অন্ধকারে থাকবে না, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হবে। যেখানে বিদ্যুতের খুঁটি যাবে, সেখানে বিদ্যুতায়ন করা হবে। আর যেখানে বিদ্যুতের খুঁটি যাবে না, সেখানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করছে সরকার।

প্রতিমন্ত্রী আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ‘ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ এর আওতায় ১ কোটি ৬৩ লাখ ৪৪ হাজার ৭২০ টাকা ব্যয়ে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের ১ হাজার ২৬৯টি পরিবারের মাঝে সোলার প্যানেল বিতরণের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে আমার নির্বাচনি এলাকা রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলার ৯৫ শতাংশ পরিবারের মাঝে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট পরিবারের মাঝেও বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হবে।

সোলার প্যানেল বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রৌমারী উপজেলার ঘরে ঘরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আজিজুর রহমান, রৌমারী প্রেসক্লাব সভাপতি সুজাউল ইসলাম সুজা, রৌমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আহসান আক্তার বাবু মন্ডল এবং যাদুরচর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/রাহাত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১২০

বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কুশীলবদের চিহ্নিত না করলে তারা আবার ষড়যন্ত্র করবে

-- আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা হলেও এ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কুশীলবদের চিহ্নিত করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। কুশীলবদের চিহ্নিত করতে না পারলে তারা আবার ষড়যন্ত্র করবে। তাই তাদের চিহ্নিত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে দাবিও উঠেছে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল শোকসভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

শোকসভায় অংশ নেওয়া আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে উদ্দেশ্য করে আইনমন্ত্রী বলেন, এই কমিশনের কর্মপরিধি কি হবে, কিভাবে কাজ করবে তা নিয়ে আমাদের এখন থেকেই চিন্তাভাবনা করা উচিত। কারণ এ দায়িত্ব আইন মন্ত্রণালয় ও আইন কমিশনের উপরই পড়বে।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের মাধ্যমে কয়েকজনকে ফাঁসি দেওয়া হলেও তাঁকে হত্যা করার কলঙ্ক কিন্তু এখনও মোচন হয়নি। এই কলঙ্ক তখনই মোচন হবে যখন আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে পারবো।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেল-সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিহত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

#

রেজাউল/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৯

নতুন রাস্তা, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণে উপজেলা পরিষদের সাথে সমন্বয় করে করতে হবে

-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, দেশের গ্রামগঞ্জে নতুন পাকা রাস্তা সেতু-কালভার্ট করতে হলে স্ব স্ব উপজেলা পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে যোগ্যতা প্রমাণ সাপেক্ষে কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে যত্রতত্র রাস্তা, ব্রিজ নির্মাণ করে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির ক্ষতি না হয়।

আজ মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তিস্তা নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু এবং চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ডাকাতিয়া নদীর উপর নির্মিত সেতুর ডিজাইন সংক্রান্ত আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহি অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা যেতে পারে উল্লেখ করে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে যে প্রতিবেদন দেয়া হবে তা বিবেচনায় নিয়ে রাস্তা এবং ব্রিজ নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হবে। এতে যত্রতত্র রাস্তা-ঘাট এবং ব্রিজ নির্মাণ বন্ধ হবে।

প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন, সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা, পানি প্রবাহ ঠিক রাখা, নৌ চলাচল, কৃষি সেচ ও মৎস্য এবং পরিবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং যেখানে সেখানে ব্রিজ নির্মাণ না করে অর্থাৎ আইন অনুযায়ী নির্মাণ করতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে প্রধান করে, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ-সহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত দেন মন্ত্রী।

নদীর নাব্যতার স্বার্থে বড় বড় নদীগুলোতে ন্যূনতম পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটারের মধ্যে কোন সেতু না করার ব্যাপারে কমিটিকে একটি নীতিমালা করে তার খসড়া মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে বলেন মন্ত্রী। মোঃ তাজুল ইসলাম তিস্তা নদীর উপর নির্মিতব্য পিসি গার্ডার সেতু এবং ডাকাতিয়া নদীর উপর নির্মিতব্য সেতু নদীর নাব্যতা, পানি প্রবাহ ও নৌ চলাচল ইত্যাদি বিষয় ঠিক আছে কি না তা পুনর্বিবেচনা করে এই কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করতে বলেন।

উল্লেখ্য, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরিসহ কুড়িগ্রামের সাথে রাজধানী ঢাকার শহীদ যাতায়াতের দূরত্ব কমিয়ে আনা এবং গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ৮৮৫ দশমিক ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা নদীর উপর ১ হাজার ৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্পে অনুমোদন দেয় একনেক।

এছাড়া সভায় চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্পে নদীর নাব্যতা ড্রেজিং পরিবেশ-সহ বিভিন্ন বিষয় মাথায় রেখে ডিজাইন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, স্থানীয সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মেজবাহ উদ্দিন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রোকন উদ-দৌলা, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশিদ খান, বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোতাহের হোসেন, সেতু নির্মাণের প্রকল্প পরিচালক-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১১৭

**বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি জনগণের সার্বক্ষণিক সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে**

**---প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা**, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় গণমানুষের মুক্তি এবং জনসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শকে বুকে ধারণ করে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি জনগণের সার্বক্ষণিক সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আজ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সদ্য যোগদানকৃত লেবার এ্যাটাশেদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব নাসরীন জাহানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহতাব জাবিন প্রমুখ।

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১১৮

**বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুসরণ করে জনসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে**

**নিষ্ঠার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হবে**

**---প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা**, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :**

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের “শপথ ফলক” উন্মোচন করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ ।

শপথ ফলক উন্মোচনকালে মন্ত্রী বলেন, শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার আদর্শ নিয়ে যা আলোচনা করি তা যদি বাস্তবে পালন করি তাহলেই জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়িত হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুসরণ করে জনসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিষ্ঠার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কোনোদিন বাংলাদেশের মানুষকে ভুলেননি। তিনি আজীবন মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করেছেন। তাই বাংলাদেশের মানুষও তাকে কখনো ভুলেনি, কোনোদিন ভুলবেও না।

বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহতাব জাবিন প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১১৬

**বিএনপিই প্রমাণ করেছে তারা খুনিদের দল**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা**, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :**

‘১৫ আগস্ট জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবার্ষিকীতে বেগম জিয়ার রোগমুক্তি প্রার্থনায় পক্ষান্তরে  তার ভুয়া জন্মদিন পালন করে বিএনপিই প্রমাণ করেছে তারা খুনিদের দল’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর কাকরাইলে সার্কিট হাউজ রোডে তথ্য ভবন মিলনায়তনে ‘জাতীয় শোক দিবস’ উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। তথ্যসচিব কামরুন নাহার সভায় সভাপতিত্ব করেন।সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের সশ্রদ্ধ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা দেখতে পাই এতদিন ১৫ আগস্ট ভুয়া জন্মদিনের পর তারা সেটি আর পালন না করার ঘোষণা দিলো। আবার গতকাল দেখলাম, ১৫ আগস্ট, যেদিন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হয়েছে, সমগ্র বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনায় মিলাদ হচ্ছে, হত্যাকারীদের নিন্দায় বিক্ষোভ-সমালোচনা হচ্ছে, সেখানে তারা (বিএনপি) বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মিলাদ মাহফিল করলো।’

এই মিলাদ আপনারা ১৪ তারিখ করলেন না কেন, ১২ তারিখ বা ১৬ তারিখ করলেন না কেন? -প্রশ্ন করে ড. হাছান বলেন, ‘১৫ আগস্ট বেগম জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মিলাদ করে বিএনপি আসলে তার জন্মদিন পালন করেছে, জনগণের চাপে সেটি বলতে লজ্জা লাগছে। এর মাধ্যমেই প্রমাণ হয়, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে শুধু জিয়াই যুক্ত ছিল না, খালেদা জিয়ারও সায় ছিল এবং তাদের দলটিই হচ্ছে খুনিদের দল।’

‘বেগম জিয়ার জন্মের বিভিন্ন তারিখের ঘটনা যদি ইউরোপের কোনো রাষ্ট্রে হতো, তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, সংসদ সদস্য হওয়া বা রাজনীতি করারই অযোগ্য হতেন, তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতো’ বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

ড. হাছান বলেন, ‘বেগম জিয়ার পাসপোর্টে একটা জন্ম তারিখ, বিয়ে রেজিস্ট্রারে আরেকটা, ১৯৯১ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় আরেকটা জন্ম তারিখ, শিক্ষাগত সনদে আরেকটা তারিখ। আর সবশেষে এতো দিন বলা নাই-কওয়া নাই হঠাৎ ১৯৯৫ সালে পত্রিকার পাতায় দেখলাম মান্নান ভূঁইয়া ঘোষণা করলেন বেগম খালেদা জিয়া ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন। তখন থেকে সেই তারিখে তারা কেক কাটেন। একটা মানুষের কয়টা জন্ম তারিখ থাকতে পারে, এ রকম ঘটনা বাংলাদেশে আর কোনো মানুষের জীবনে আছে বলে আমার জানা নেই।’

চলমান পাতা-২

পাতা-২

তথ্যমন্ত্রী এ সময় ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের শহীদ জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে একটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রকে হত্যা করার লক্ষ্যে। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর খুব দ্রুত পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তা আসে, সে কারণেই দেখতে পাই, জুলফিকার আলী ভুট্টো আগস্ট মাসের ১১ কিংবা ১২ তারিখ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, এ অঞ্চলে একটি বড় পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ হত্যাকারীদের সাথে পাকিস্তানিদের যোগাযোগ ছিল। সে সময় এই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের উল্লসিত হওয়া, পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশনের, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের কথা বলা -এই ঘটনাগুলোই বলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল একটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রকে হত্যার লক্ষ্যে।

‘আর এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যে জিয়াউর রহমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত, শুধু ক্যাপ্টেন মাজেদের জবানবন্দিতে নয়, কর্নেল ফারুকের বিদেশে টেলিভিশনের সাথে সাক্ষাৎকারসহ তার বহু প্রমাণ আছে’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে বড় প্রমাণ, ‘এই বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের তিনি বিদেশে মিশনের চাকরি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক্যাপ্টেন মাজেদের ভাষ্য অনুযায়ী ‘যাদের বিয়ে-সাদী হয় নাই, তাদের বান্ধবীসহ বিদেশে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান’। এরপর সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ পাস করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দিয়ে বিচারের পথ রূদ্ধ করেছিল জিয়াউর রহমান।’

সুতরাং যারা এই পটভূমি রচনা করেছে তাদের মুখোশ উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন আর পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে সাধুবাদ জানিয়ে এবং যারা ক্ষমতা দখল করেছিল তাদেরকে সম্ভাষণ জানিয়ে যারা পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখেছিল, শিরোনাম বানিয়ে ছিল, তাদেরও মুখোশ উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন আজ থেকে শতবর্ষ পর ঠিক ইতিহাস জানতে পারে সেজন্য ইতিহাসের কাছে আমাদের দায়মুক্তির জন্য এগুলো জানা প্রয়োজন উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘সেজন্যই আজকে দাবি উঠেছে একটি কমিশন গঠন করে যারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কুশীলব ছিল, তাদের মুখোশটি জাতির সামনে উন্মোচন করা। তাহলে পাঁচশত বছর প্রজন্ম জানবে যে প্রকৃতপক্ষে একটি সদ্যস্বাধীন জাতিকে হত্যা করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল।’

তথ্যসচিব কামরুন নাহার, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম গোলাম কিবরিয়া সভায় বক্তব্য রাখেন। ‘স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো’ প্রামাণ্যচিত্রটি এসময় মিলনায়তনের চারটি পর্দায় প্রদর্শনের সময় একটি ভাবগম্ভীর আবহ তৈরি হয়। অনুষ্ঠান শেষে তথ্য ভবনের দ্বাদশ তলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধু প্রদর্শনী গ্যালারি ও জাদুঘর এবং নিচতলায় সংস্থার প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের নামফলক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০১৫

**হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জাতীয় শোক দিবস সভায় তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা**, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :**

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ আজ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে দেশের সরকারি সংস্থা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অধিকার আদায়ের সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করার জন্য। বঙ্গবন্ধু একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে ষড়যন্ত্রকারীরা।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে আবার মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে আমরা দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দেব -এটিই হচ্ছে আজ আমাদের প্রত্যয়।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুব্রত কুমার পালের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী,  বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ রায়, সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন পূজা পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের ট্রাস্টি সভাপতি অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ট্রাস্টি সভাপতি শ্যামল সরকার, প্রকৌশলী রতন কুমার দত্ত, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ট্রাস্টি রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু, শ্রীমতি রেখা রানী গুণ প্রমুখ সভায় যোগ দেন। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা ও এ উপলক্ষে খাবার বিতরণ করা হয়।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৪

বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয়, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নাম কুড়িয়েছিলেন -- রেলপথমন্ত্রী

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের উদ্যোগে আজ ঢাকায় রেল ভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথমন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন।

মন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বল্প পরিসরে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয় বরং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নাম কুড়িয়েছিলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল। তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল গরিব দুঃখী মেহনতী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন যার লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার জন্য ৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেশ পুনর্গঠনে কাজে হাত দিয়েছিলেন তখনই তাকে হত্যা করা হয়। তিনি উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত জাতি গঠন করে পৃথিবীর বুকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি। তিনি রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করে রেলকে এগিয়ে নিয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ সেলিম রেজা। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ সামসুজ্জামান-সহ অন্যান্যরা বঙ্গবন্ধুর ওপর তাদের বক্তব্য উপস্থাপনা করেন।

#

শরিফুল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১১৩

**বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপোষ করেননি**

**---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

নাজিরপুর (পিরোজপুর), ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘মনে বিশ্বাস করতে হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, নেতৃত্ব শেখ হাসিনার। বঙ্গবন্ধু সাদা মনের মানুষ ছিলেন, ত্যাগী মানুষ ছিলেন, মানুষের কল্যাণে নিজেকে উজাড় করে দেয়া মানুষ ছিলেন। তিনি বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপোষ করেননি।’

আজ পিরোজপুরের নাজিরপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে নাজিরপুর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘শেখ হাসিনাকে অন্তত উনিশ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। তবু তিনি কীভাবে বাঙালির সার্থকতা আসবে, কীভাবে বাঙালির অর্থনৈতিক উন্নতি হবে, সমৃদ্ধি হবে, দারিদ্র্য থাকবে না, অনুন্নত অবস্থা থাকবে না, সে জন্য পরিশ্রম করছেন।’

শ ম রেজাউল করিম বলেন, ‘পঁচাত্তর সালে আমরাই ক্ষমতায় ছিলাম। তবু ঘাতকরা বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে, নেতাদেরকে হত্যা করেছিলো। এই সময়েও যে ঘাতক বিভিন্ন জায়গায় নেই, একথা ভাবার কোনো কারণ নেই। ছদ্মবেশী, হাইব্রিড আর অতি উৎসাহীদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।’

#

ইফতেখার/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১১২

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা**, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :**

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশুখাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ২৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৭৬ হাজার ৫৪৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৬৫৭ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৫৮ হাজার ৯৫০ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১১

সোনার বাংলা গড়তে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে এবং তাঁর চেতনা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে

- শ্রম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে এবং তাঁর চেতনা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে জানতে হলে শেখ মুজিবকে জানতে হবে। স্বাধীনতার প্রতীক বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচা পড়তে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্নকে হত্যা করতে পারেনি। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ খুব শীঘ্রই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ আত্মনির্ভশীল সোনার বাংলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে মন্তণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. রেজাউল হক, মোঃ রাশিদুল ইসলাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একেএম মিজানুর রহমান-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের সারা দেশের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনা শেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু-সহ তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সকল সদস্যের রুহের মাগফিয়াত কামনা করে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

আকতারুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১০

**বিমানের** **ফিরতি টিকিটধারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকিট দেয়া হবে**

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ঢাকা-দুবাই ও ঢাকা-আবুধাবি রুটে যে সমস্ত যাত্রী পূর্বে ফিরতি টিকেট করার পরও কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশে যেতে পারেননি, সর্বাগ্রে তাদেরই টিকেট প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, ফিরতি টিকেট রি-ইস্যুর জন্য কোনো যাত্রীকে অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হবে না। ফিরতি টিকেট রি -ইস্যুর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরই কেবল নতুন করে টিকিট বিক্রি শুরু করা হবে। এছাড়াও আবুধাবি রুটের সেপ্টেম্বর-২০২০ মাসের  সিডিউলটি আবুধাবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন হওয়া মাত্রই সেপ্টেম্বর মাসের টিকিটও বিক্রি শুরু হবে।

কোভিড-১৯ এর কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দুবাই ও আবুধাবিগামী কোনো ফ্লাইটে ২৪০ জনের বেশি যাত্রী পরিবহন না করার ব্যাপারে সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার কারণে বিমানের বোয়িং-৭৭৭ উড়োজাহাজে ৪১৯ জন ও বোয়িং ৭৮৭-৮ এ ২৭১ জন যাত্রী পরিবহনের সুযোগ থাকলেও তা করা যাচ্ছে না। এছাড়াও আবুধাবিতে বিমান পরিচালনার জন্য আবুধাবি কর্তৃপক্ষ সেপ্টেম্বর-২০২০ মাসের সিডিউল এখনো পর্যন্ত ঘোষণা না করায় বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা- আবুধাবি-ঢাকা রুটে পরিচালিত ফ্লাইটের সেপ্টেম্বর মাসের টিকেট বিক্রি করা যাচ্ছে না। সিডিউল অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব কারণে বর্তমানে ঢাকা- দুবাই ও ঢাকা- আবুধাবি রুটে টিকেটের কিছুটা সংকট দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বর্তমানে প্রতিসপ্তাহে ঢাকা-আবুধাবি-ঢাকা রুটে ৬টি, ঢাকা-দুবাই-ঢাকা রুটে ৭টি, ঢাকা-লন্ডন- ঢাকা রুটে ১টি, ঢাকা- কুয়ালালামপুর-ঢাকা রুটে ২টি, ঢাকা- গুয়াংজু-ঢাকা রুটে ২ টি ও ঢাকা- হংকং-ঢাকা রুটে ২টি ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

#

তানভীর/অনসূয়া/শাহআলম/কুতুব/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৯

**বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফেরাতে বিদেশি** **কূটনীতিকদের সহায়তা চাইলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বিদেশি কূটনীতিকদের সহায়তা চেয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের অংশগ্রহণে আজ এক ভার্চুয়াল সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সহায়তা কামনা করেন। বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় ঢাকায় কর্মরত এবং দিল্লিতে অবস্থানরত বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৮৩ জন হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূত অংশগ্রহণ করেন। এসময় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম সংযুক্ত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর পাঁচজন খুনি এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পলাতক আছে। আমরা ইতোমধ্যে দু’জনের অবস্থান জানতে পেরেছি। বাকী তিনজনের অবস্থান আমরা এখনও জানি না। এসব খুনিদের অবস্থান নির্ণয় ও দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য সকল বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

ড. মোমেন বলেন, আমরা ন্যায় বিচার, আইনের শাসন ও সুশাসন নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধুর বিচারের রায় Kvh©Ki করতে চাই। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এসব খুনিদের বিচারের পথ বন্ধ করে রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গন্ধুর খুনিদের বিচারের ব্যবস্থা করে। অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এ বিচার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এসময় স্বাধীনতার পটভূমি ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত করতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ ভার্চুয়াল সভায় জাতির পিতার ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব, পররাষ্ট্রনীতি আদর্শ ও কার্যক্রমসহ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের হত্যার বিষয়ে আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম। এছাড়া পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন সূচনা বক্তব্য রাখেন।

সভার শুরুতে অংশগ্রহণকারী সকলে শোকাবহ আগস্ট স্মরণে যার যার অবস্থান থেকে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                        নম্বর : ৩১০৮

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে**

**- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, আগস্ট বাঙালি জাতির জন্য শোকাবহ মাস। '৭৫ এর আগস্ট মাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। এ আগস্ট মাসেই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আবার এ মাসেই বঙ্গমাতা ও শেখ কামালের জন্মদিন। যুগপৎ আনন্দ-বেদনার এ মাসে এবং বৈশ্বিক মহামারি করোনার এ দুর্যোগকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সফলভাবে করোনা মোকাবিলা করে যেভাবে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তা সারাবিশ্বের জন্যই অনুকরণীয়-যা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।  তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শ এবং স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বেই অচিরেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে রাজধানীর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন কে এম খালিদ।

কে এম খালিদ বলেন, বাঙালি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রাণের যোগ। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অমর একুশের অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিন বঙ্গবন্ধু এই বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সমবেত সুধীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলেন, আপনারা ভাষার জন্য কি করেছেন? দেশের জন্য আপনারা কি করেছেন?... আমরা যেদিন ক্ষমতায় যাবো সেদিন থেকে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে।' একইভাবে ১৯৭৪ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন যেখানে বিশ্বের খ্যাতনামা কবি-লেখক-পণ্ডিতগণ বাংলা একাডেমিতে সমবেত হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে জীবনে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত ও শোকাহত হয়েছিলেন উল্লেখ করে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালের ৪ঠা নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রতিবাদ মিছিলে আমি ময়মনসিংহ হতে ট্রেনে ঢাকায় এসে যোগদান করি। একইভাবে ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে তৎকালীন সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে সেখানেও আমি উপস্থিত ছিলাম।'

বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. বদরুল আরেফীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

আলোচনা সভা শেষে প্রতিমন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ও কর্ম নিয়ে বাংলা একাডেমি উদ্যোগে ১০০টি গ্রন্থ প্রকাশের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে প্রকাশিত ২৬টি গ্রন্থের প্রকাশনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী বাংলা একাডেমি চত্বরে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/কামাল/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০৭

**স্বাধীনতার স্বপ্ন অন্তরে ধারণ করেই বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছিলেন**

**- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার স্বপ্ন অন্তরে ধারণ করেই সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাংলাদেশের স্থপতি। তিনি কেবল বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে অন্তরে ধারণই করেন নি, সমগ্র বাঙ্গালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। বঙ্গবন্ধুর আহবানে বাঙ্গালি জাতি হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি শনিবার ঢাকায় টিসিবি অডিটোরিয়ামে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি ভিডিও বার্তায় এ বক্তব্য প্রদান করেন। বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বাণিজ্য সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ছিল সুদূর প্রসারী। তিনি সত্তর দশকে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যে সকল চিন্তা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন তা আজ বিশ্বব্যাপী দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের কৌশল হিসেবে তা বিবেচিত হচ্ছে। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সকলকে যার যার অবস্থান থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। এটাই হবে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

আলোচনায় -বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মো. মফিজুল ইসলাম,বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন চেয়ারম্যান মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ,বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়াম্যান,- মেজর জেনারেল মো: জহিরুল ইসলাম, এনডিসি,জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বাবলু কুমার সাহা প্রমুখ অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

লতিফ/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩১০৬

**বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অনেক আগেই বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করত**

**- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অনেক আগেই বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করত। তবে তাঁকে শহীদ করে বাংলাদেশের অগ্রগতি রোধ করা যায়নি কারণ তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

গতকাল জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসা, গ্রাহক ও শ্রম বাজার বিষয়ক মন্ত্রী এবং লন্ডন বিষয়ক মন্ত্রী পল স্কালি সম্মানিত অতিথি হিসেবে জুম ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন যে দু'দেশের মধ্যে উচ্চ-পর্যায়ের সফরের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য ২০২১ সালে কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশতম বর্ষ উদযাপন করবে। একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের ইতিবাচক ভূমিকার জন্য ভূমিমন্ত্রী কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানান।

উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম বঙ্গবন্ধুকে এক অপ্রতিম বিশ্বনেতা হিসাবে অভিহিত করে বলেন, তিনি বিশ্ব পরিমণ্ডলে আমাদের গর্বিত করেছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হয়ত তাঁর রূপকল্প বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি, তবে সৌভাগ্যবশত তাঁর কন্যা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় বিনির্মাণের কাজ করছেন।

যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড এবং ইইউর বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি স্মরণ সভায় ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যোগ দিয়ে জাতির পিতা এবং ১৫ই আগস্টে সংঘটিত বিয়োগান্ত ঘটনায় শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান।

এর আগে সকালে হাইকমিশনার বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন করেন। এরপর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

ডেপুটি হাই কমিশনার মুহাম্মদ জুলকার নাইন, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রশিদ, মিনিস্টার (কনস্যুলার) মো: লুৎফুল হাসান, মিনিস্টার (প্রেস) আশেকুন নবী চৌধুরীসহ   হাইকমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০৫

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতীয় শোক দিবস পালন**

নিউইয়র্ক, ১৬ আগস্ট :

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষিতে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে স্থানীয় সময় সকাল ১১ টায় আয়োজন করা হয় জাতীয় শোক দিবসের এ অনুষ্ঠান।

স্থায়ী মিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার মাধ্যমে জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। এসময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা, বঙ্গমাতা এবং তাঁদের শহীদ পরিবারবর্গসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অত:পর ১৫ আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার নেতৃত্বে মিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ। এরপর দিবসটি উপলক্ষে দেওয়া রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত একটি বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শণ করা হয়।

বিশ্বব্যাপী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের প্রাক্কালে এবারের জাতীয় শোক দিবসের এ অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে মর্মে স্বাগত ভাষণে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। তিনি বলেন, জাতির পিতার সংগ্রাম ও ত্যাগ বিশ্বমানবতাকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পথ দেখাবে। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথমবারের মতো দেওয়া জাতির পিতা বাংলায় ভাষণের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, “আজ পৃথিবীর সকল দেশ এজেন্ডা ২০৩০ এর ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আমরা এর অধিকাংশের কথাই খুঁজে পাই’। তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে দেওয়া জাতির পিতার সেই ভাষণে শিক্ষা, সাম্যতা এবং সম্মানজনক জীবন ও জীবিকার কথা রয়েছে। তিনি জাতীয়তার সীমা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতাকে স্পর্শ করেছেন। তাঁর এই ভাষণে ফুটে উঠেছে বিশ্ব মানবতার আশা আকাঙ্খা। তিনি শান্তির কথা বলেছেন, মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন, বহুপাক্ষিকতার কথা বলেছেন, উন্নত বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলেছেন, মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা বলেছেন। এমন ভাষণ কেবল তাঁর মতো একজন বিশ্বনেতার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব।

দিবসটি উপলক্ষে বাণী প্রদান করেন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অড্রে অজৌলে। বাণীতে তিনি বলেন, মানুষের অধিকার আদায় ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগের যে আদর্শ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেখে গেছেন তাঁর শাহাদতের চার দশক পরেও বিশ্ব তা স্মরণ করছে।

ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে মর্মে বাণীতে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান অর্ন্তভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক সমাজের যে স্বপ্ন দেখে তা-ই যেন বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের   
৭ মার্চে দেওয়া ভাষণে উল্লেখ করেছেন যা ইউনেস্কোর মেমোরি অভ্‌ দ্যা ওর্য়ার্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

#

অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০৪

**কানাডায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত**

অটোয়া (কানাড), ১৬ আগস্ট :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ হাইকমিশনে আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, এক মিনিট নীরবতা পালন, বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভা। দিবসের শুরুতে সকালে হাইকমিশনার দূতাবাসের সকল সদস্যদের নিয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। পরবর্তীতে   
বিকালে দিবসের দ্বিতীয় কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশিগণ যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে স্বাগতিক দেশের আরোপিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাইকমিশনে এই দিবস   
উদ্‌যাপিত হয়।

প্রথমেই উপস্থিত সকলকে নিয়ে হাইকমিশনার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সকল নিহত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এ পর্যায়ে একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনার মিজানুর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে শোকাবহ আগস্টে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, তেমনি বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতি আর বাংলাদেশ একই সুতোয় গাঁথা। হাইকমিশনার বলেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির শুভ মুহুর্তে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পলাতক হত্যাকারীদের বিচারের কাজ সম্পূর্ণ করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন এবং বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে লড়াই করার উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে হাইকমিশনার উপস্থিত সকলকে নিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর কর্নারে বঙ্গবন্ধুর উপর পুস্তক, ডকুমেন্টরিসহ বিভিন্ন উপকরণ থাকবে যা সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।

অনুষ্ঠানের শেষে ১৫ই আগস্টে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত করোনা থেকে মুক্তি কামনা, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

আইয়ুব/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১২২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩১০৩

**hy³ivóª kxNB e½eÜzi Lywb‡K evsjv‡`‡k †diZ cvVv‡e**

**- ivóª`~Z wRqvDwÏb**

IqvwksUb wWwm, 16 AvM÷ :

hy³iv‡óª wbhy³ evsjv‡`‡ki ivó`~Z †gvnv¤§` wRqvDwÏb e‡j‡Qb, RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi nZ¨vKv‡Ð mvRvcÖvß Lywbiv hy³ivóªmn we‡`‡ki gvwU‡Z jywK‡q Av‡Q| ÔAvgiv Avk¦¯Í n‡qwQ †h MYZš¿, gvbevwaKvi Ges AvB‡bi kvm‡b `„óvšÍ ¯’vcb K‡i| hy³ivóª e½eÜzi Lywb‡K kxNªB evsjv‡`‡k †diZ cvVv‡eÕ, ivó`~Z wRqvDwÏb RvZxq †kvK w`e‡mi Kg©m~wP‡Z G K\_v e‡jb|

ivóª`~Z 15 AvM‡÷i wbg©g nZ¨vKvÐ‡K gvbe mf¨Zvi BwZnv‡m me‡P‡q ee©‡ivwPZ nZ¨vKvÐ wn‡m‡e eY©bv K‡i e‡jb, NvZKPµ e½eÜz‡K nZ¨vK‡i ¯^vaxbZvi †PZbv Ges D‡Ïk¨ Ô¯^vaxb MYZvwš¿K Ges ag©wbi‡cÿ evsjv‡`kÕ‡K aŸsm Ki‡Z †P‡qwQj|

ivóª`~Z e‡jb, nZ¨vKvixiv ¯^vaxbZv we‡ivax kw³i mv‡\_ nvZ wgwj‡q †Rbv‡ij wRqvi †bZ…‡Z¡ A‰ea fv‡e ÿgZv `Lj, MYZš¿‡K nZ¨v Ges nZ¨v K‚¨ loh‡š¿i ivRbxwZ cÖwZôv K‡i|

cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi miKvi 21 eQi ci ÿgZvq G‡m Bb‡WgwbwU AwW©b¨vÝ evwZj K‡i Lywb‡`i wePvi KvR m¤úbœ K‡ib Ges e½eÜzi nZ¨vi ivq Kvh©Ki K‡ib e‡jI wZwb gšÍe¨ K‡ib|

wRqvDwÏb e‡jb, ÔGUv mK‡ji Kv‡Q cwi¯‹vi †h cÖavbgš¿x †kL nvwmbv †h †Kvb g~‡j¨ MYZš¿ Ges AvB‡bi kvmb cÖwZôvi Rb¨ e×cwiKiÕ|

`~Zvev‡mi Kg©KZ©v Ges Kg©Pvixe„›` ¯^vaxbZvi ¯’cwZ e½eÜz †kL gywRe Ges 75 Gi 15 AvM‡÷ wbg©gfv‡e wbnZ Zvui cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i cÖwZ Mfxi kÖ×vÄwj Ac©Y K‡ib Ges Zvu‡`i we‡`nx AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡ib|

evsjv‡`‡ki RvZxq cZvKv AvbyôvwbKfv‡e Aa©wbwgZ Kivi ga¨ w`‡q RvZxq †kvK w`e‡mi Kg©m~wP ïiæ nq|

Gici ivóª`~‡Zi †bZ…‡Z¡ `~Zvevm cÖv½‡Y ¯’vwcZ e½eÜzi Aveÿg~wZ©‡Z cy®ú¯ÍeK Ac©Y Ges gnvb †bZvi cÖwZ kÖ×v Ávcb K‡i wKQzÿY bxieZv cvjb Kiv nq|

w`e‡mi Ab¨vb¨ Kvh©µ‡gi g‡a¨ wQj ivóªcwZ, cÖavbgš¿x, ciivóªgš¿x I cÖwZgš¿xi evYx cvV e½eÜzi Rxeb I K‡g©i Ici we‡kl cÖvgvY¨wPÎ cÖ`k©b Ges 15 AvM‡÷ wbnZ kwn`‡`i AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡i we‡kl †gvbvRvZ|

#

Abm~qv/Rmxg/KzZze/2020/1220 NÈv

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০২

**কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় শোক দিবস পালন**

**কায়রো,** ১৬ আগস্ট :

কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস গতকাল জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয়।

**সকালে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতিতে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। সন্ধ্যায় পবিত্র কোরআন থেকে তিলওয়াতের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা শুরু হয়। মিশরে অধ্যয়নরত ছাত্র, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত প্রবাসী বাঙ্গালীগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন । অনুষ্ঠানে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।**

রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙ্গালী জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। বাঙালীর অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো আপোস করেননি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি বহু কাঙ্খিত স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু জাতি হিসেবে আমাদের দূর্ভাগ্য যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবকে সপরিবারে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাঙ্গালীর ইতিহাস তথা বিশ্বের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। সকল প্রবাসীকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ গড়ার কাজে যার যার সাধ্যমত অবদান রাখার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টে শাহাদত বরণকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাতের মধ্যে দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

#

অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০১

**বিনম্র শ্রদ্ধায় নাইজেরিয়াতে জাতীয় শোক দিবস পালন**

আবুজা (নাইজেরিয়া), ১৬ আগস্ট :

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে হাইকমিশন চত্বরে মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান, এনডিসি জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

সন্ধ্যায় আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। শুরুতে হাইকমিশনার, মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবন ও অর্জন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে সমবেতভাবে কাজ করে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান।

হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাঙালির প্রতিটি ন্যায়সংগত আন্দোলনে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অসাধারণ মহানুভবতা, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং রাজনৈতিক দুরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি কিভাবে ‘বঙ্গবন্ধু’ হিসেবে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন তা তিনি বিভিন্ন তথ্যসহ তুলে ধরেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘রূপকল্প-২০২১’, ‘রূপকল্প-২০৪১’ এবং ডেল্টা-২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করার আহবান জানান।

বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, নাইজেরিয়ার অতিথিবৃন্দ ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

#

একরামুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১০০

**ইসলামাবাদে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোকদিবস পালিত**

ইসলামাবাদ, ১৬ আগস্ট :

ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস পালন করে। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। হাইকমিশন প্রাঙ্গনে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রবাসী বাংলাদেশি, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

সকালে চান্সারি প্রাঙ্গণে হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ইসলামাবাদে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার তারিক আহসান।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে চান্সারি প্রাঙ্গণে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া করা হয়।

দিবসটি পালন উপলক্ষে সন্ধ্যায় এক আলোচনা ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনার ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর, দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং ইউনেস্কোর মহাপরিচালক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনাহীন অবদান এবং জীবন ও কর্মের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন। তাঁরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

হাইকমিশনার তারিক আহসান তাঁর বক্তব্যে শোকাবহ এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সাথে সকল শাহাদাতবরণকারীর আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে ঘাতকেরা শুধু ব্যক্তি মুজিব-কে হত্যা করেনি। তারা চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করতে। তাই, সংবিধান থেকে সমতা, অসাম্প্রদায়িতকা আর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধারাগুলো মুছে ফেলা হয়। এই হত্যাকান্ডের কোন বিচার করা যাবেনা এমন ধারা সন্নিবেশিত করে সংবিধানকে কলুষিত করা হয়।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর নির্বাসিত বঙ্গবন্ধুর নাম ফিরে আসে বাংলার ঘরে ঘরে। এরপর প্রতিশোধের পরিবর্তে একটি সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের শাস্তি নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি অন্ধকার অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়।

সবশেষে, বঙ্গবন্ধুর জীবনিভিত্তিক একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

নাজমুল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৯৯

**কোপেনহেগেনে জাতীয় শোক দিবস পালিত**

কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ১৬ আগস্ট :

কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ ভাব গাম্ভীর্য ও বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। শনিবার সকালে ডেনমার্কে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মো. শাকিল শাহরিয়ার দূতাবাস চত্ত্বরে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে দূতাবাস মিলনায়তনে দিনটি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডেনমার্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ও বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তেলওয়াত এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ নিহত শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে দূতাবাসের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান কর্মজীবনের ওপর নির্মিত একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় ।

দিবসটির উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বক্তাগণ তাঁদের আলোচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর জীবনদর্শন থেকে শিক্ষা নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় স্বাধীন বাংলার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের মহান, উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে ও মহানুভবতায় বাঙ্গালী জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি আরো বলেন, বাঙ্গালীর দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ ও তাঁর নেতৃত্বগুনের ফলেই পাকিস্তানি শাসকদের করাল থাবা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

#

শাকিল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৯৮

**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্কে ‘জাতীয় শোক দিবস’ পালন**

নিউইয়র্ক, ১৬ আগস্ট :

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল গতকাল যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও ‘জাতীয় শোক দিবস’ পালন করে। নিউইয়র্কে বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস এর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে এই দিবসটি পালন করা হয়।

শুরুতে জাতির পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে অর্ধনমিত পতাকার সাথে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। কনসাল জেনারেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী’র বাণী পাঠ করা হয়। জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার শান্তি কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতার ওপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

‘মুজিব বর্ষ’ উপলক্ষ্যে কনস্যুলেটের হলরুমে স্থাপিত ‘মুজিব গ্যালারি’র উদ্বোধন করেন কনসাল জেনারেল। বাংলাদেশি-আমেরিকান নতুন প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতা’র চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াসেই কনস্যুলেটে মুজিব গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে এবং কনস্যুলেটে আগত সকল সেবাপ্রার্থীসহ কম্যুনিটির সকলের পরিদর্শনের জন্য উম্মুক্ত থাকবে ‘মুজিব গ্যালারি’। এছাড়াও, কনস্যুলেটের ওয়েবসাইটে ’বঙ্গবন্ধু ফটো গ্যালারি’ নামে একটি ভার্চুয়াল ‘মুজিব গ্যালারি’র উদ্বোধন করেন কনসাল জেনারেল।

সাদিয়া ফয়জুননেসা ১৫ আগস্টের এই দিনটিকে ইতিহাসের সবচাইতে জঘন্যতম ও কলঙ্কজনক দিন হিসেবে উল্লেখ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারের রায় কার্যকরে সচেষ্ট থাকার জন্য তিনি সকলকে আবারও অনুরোধ জানান । তিনি জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রেরিত ইউনেস্কোর মহাপরিচালক এর বাণী পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র যোগ্য নেতৃত্বে সবাইকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ জানান কনসাল জেনারেল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৯৭

**এথেন্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন**

এথেন্স (গ্রীস), ১৬ আগস্ট :

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির অংশগ্রহণে বিনম্র শ্রদ্ধা, যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এথেন্সের বাংলাদেশ দূতাবাসে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী। করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শোক দিবস পালন করা হয়।

শনিবার সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে শোক দিবসের কর্মসূচি শুরু করেন। এরপর জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। জাতির পিতা ও ১৫ই আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। জাতির পিতার গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবনের ওপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর জাতির পিতা ও ১৫ আগস্টের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জাতির পিতার ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবনাদর্শ ও কর্মের উপর আলোচনায় বক্তাগণ বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার কার্যকর করার দাবি জানান।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা এবং আদর্শ বাস্তবায়নে নতুন প্রজন্মসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।  তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রতীক। তিনি এই মুজিববর্ষে  জাতির পিতার জীবন থেকে অনুপ্রারিত হয়ে দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ হতে সকলকে আহ্বান জানান।  তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টাই নন, স্বাধীনতা উত্তর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ে তাঁর প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতার মর্যাদায় আসীন করেছে।

গ্রিসে বসবাসকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

Abm~qv/Rmxg/KzZze/2020/১১২০ NÈv